দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 17 JAN 1997 ...
পৃঃ ১ কলাম ২

এইচএসসি পরীক্ষা দু'সপ্তাহ পিছিয়ে যেতে পারে, কারণঃ ইউপি নির্বাচন

আবদুল্লাহ আল ফারুক ।। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের কারণে এইচএসসি পরীক্ষা দু'সপ্তাহ পিছিয়ে যেতে পারে। আগামী ৮ই মে থেকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হবার কথা। ইউপি নির্বাচনের জন্যে ২২শে মে পর্যন্ত পিছিয়ে নেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

জানা গেছে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় ইতিপূর্বে ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ইউপি নির্বাচন শুরু করার প্রস্তাব করেছিল; কিন্তু গত ৩০শে ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে যথাসময়ে অর্থাৎ এপ্রিল থেকেই নির্বাচন শুরুর সিদ্ধান্ত হয়। সেই সঙ্গে সারাদেশের ৪ হাজার ৪শ' ৬৮টির সবগুলো ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন করার জন্যে বলা হয়। দু'সপ্তাহের মধ্যে সকল ইউপি নির্বাচন সম্পন্ন করার ব্যাপারেও মতামত ব্যক্ত করা হয়। তবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের মতামত নিয়ে তার ভিত্তিতে সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে।

সম্প্রতি স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নির্বাচন কমিশনের মতামত গ্রহণ করেছে এবং গত ১৪ই জানুয়ারি যৌথসভা করেছে। নির্বাচন কমিশন দেশের মোট ৪ হাজার ৪শ' ৬৮টি ইউনিয়ন পরিষদের জন্য কমপক্ষে ৩ সপ্তাহ সময় লাগবে বলে মতামত দিয়েছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, গত বৈঠকেও নির্বাচনের চূড়ান্ত সময়সীমা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। রমজানশেষে মার্চে এসএসসি পরীক্ষা এবং এপ্রিলে কোরবানি ঈদের পর ৮ই মে থেকে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু। যে কারণে এর মধ্যে নির্বাচনের জন্য ৩ সপ্তাহ সময় বের করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এজন্যে এইচএসসি পরীক্ষা দু'সপ্তাহের মতো পিছানোর বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনা করছে। সেটা হলে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে শুরু করে মে'র দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

নির্বাচন কমিশনের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, স্থানীয় সরকার (ইউপি) (সংশোধন) আইন-৯৩ অনুযায়ী আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ইউনিয়ন পরিষদের মেয়াদ শেষ হতে শুরু করবে। কাজেই ফেব্রুয়ারি থেকেই আইনানুযায়ী নির্বাচন শুরু করার প্রয়োজন ছিল। এপ্রিল থেকে নির্বাচন শুরু করলে আইন সংশোধন করতে হবে জাতীয় সংসদের চলতি অধিবেশনেই; কিন্তু এখনো পর্যন্ত নির্বাচনের সময় নির্ধারণ না করতে পারায় আইনের সংশোধনী ও তৈরি এবং সংসদ সচিবালয়ে

পরীক্ষা ঃ পৃঃ ৭ কঃ ১

পরীক্ষা ঃ পিছিয়ে যেতে পারে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাঠানো যাচ্ছে না। তবে চলতি অধিবেশনে আইনের সংশোধনী পাস না করা গেলে অধ্যাদেশ জারি করা হবে বলে তিনি জানান। নির্বাচনের সময়সীমা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেই নির্ধারণ করা হবে বলে তিনি জানান।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে, ইউপি নির্বাচনের জন্যে এইচএসসি পরীক্ষা দু'সপ্তাহের মতো পিছিয়ে দেয়া হচ্ছে। তবে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। গত ১২ই জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সভায় এ ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। শিগ্‌গিরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে।